শৈলকুপায় বিএনপির দু’গ্রুপের উত্তেজনা, পুলিশ মোতায়েন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের কমিটি গঠন নিয়ে দু’গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গতকাল দুপুরে জেলা কমিটি ও শৈলকুপা উপজেলার নেতাদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল জেলা বিএনপির কার্যালয়ে। তবে বিবাদমান গ্রুপ গুলো শতশত কর্মী- সমর্থক সহ মারমুখি অবস্থান নিয়ে ঝিনাইদহে জেলা কার্যালয়ে উপস্থিত হলে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এসময় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয় দলটির জেলা কার্যালয়ের সামনে। এক পর্যায়ে পুলিশ হটিয়ে দেয় কর্মী-সমর্থকদের। পণ্ড হয়ে যায় বৈঠক। দলটির কেন্দ্রীয় বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এড. আসাদুজ্জামান আসাদ ও সাবেক এমপি আব্দুল ওহাবের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে এ বিরোধ চলছে।

বৈঠকের জন্য শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সদ্য ঘোষিত আহবায়ক আবুল হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক রাকিবুল হাসান খান দিপু, কেন্দ্রীয় নেতা ওসমান আলী, মিজানু রহমান বাবলু, শৈলকুপা পৌর আহবায়ক আবু তালেব, মনিরুজ্জামান হিটু, হুমায়ুন বাবর ফিরোজ, সেলিম রেজা ঠান্ডু, রফিকুল ইসলাম, সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, অনুমতি ছাড়া বিএনপির বিবাদমান গ্রুপগুলো বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক জড়ো করায় হানাহানির আশঙ্কা দেখা দিলে তাদের হটিয়ে দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত শৈলকুপা উপজেলায় বিএনপির থানা, পৌর ও ওয়ার্ড কমিটি গঠন নিয়ে নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরম বিরোধ তৈরী হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে দলটির ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে বিভিন্ন দল থেকে আসা নতুনদের নিয়ে কমিটি করা হচ্ছে।

সাবেক এমপি আব্দুল ওহাব জানান, বিএনপির কাছে অগ্রহণ যোগ্য সদ্য ঘোষিত কমিটি বাতিলের দাবিতে শতশত কর্মী নিয়ে ‘হটাও জাসদ, বাঁচাও বিএনপি’ শ্লোগানে তারা আন্দোলনে নেমেছে। এসব কমিটি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বিএনপির নেতা-কর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

এর আগে কেন্দ্রীয় বিএনপির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার

কুন্ডু, সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওহাব, কেন্দ্রীয় নেতা ওসমান আলী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান খান দিপু প্রমুখ নেতা ঐকবদ্ধ হয়ে বৈঠক করেন। তারা শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সদ্য ঘোষিত আহব্বায়ক কমিটিগুলো বাতিলের দাবি জানান।

কোটচাঁদপুরে জেলা পরিষদের সদস্য হ্যাপীর পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে শারদীয় দূর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে মতবিনিময় ও পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন জেলা পরিষদের সদস্য, বকুল সিটি পার্কের চেয়ারম্যান এবং উপজেলার দোড়া ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী শামীম আরা হ্যাপী। রবিবার বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রায় ২’শ মোটরসাইকেল শোডাউন নিয়ে দোড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

এসময় হ্যাপী বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। দেশে করোনা সংক্রমণ রোধে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গাপূজা উদযাপন করা হচ্ছে।

এই উৎসবে সরকারের পাশাপাশি তিনি নিজ অর্থায়নে প্রতিটি মণ্ডপে ১০হাজার টাকার চেক তুলে দেন দূর্গাপূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দের হাতে। মতবিনিময় সভায় তিনি আসন্ন ইউপি নির্বাচনে দোড়া ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে সকলের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ঠ শিল্পপতি মহাসিন আলী বকুলসহ দোড়া ইউনিয়ন আ.লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন নেতা-কর্মীরা।

[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

‘আদালতের স্টে অর্ডার থাকলে নির্বাচন করা সম্ভব না’ বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার। তাহলে ঐ ৩৮টি পৌরসভায় কবে নির্বাচন হবে কেউ বলতে পারবে না। যেদিন আদালত নির্বাচন করতে বাধা নেই বলে আদেশ দেবে তারপরই সম্ভব নির্বাচনের আয়োজন করা।
নির্বাচন বন্ধে এ সকল সিণ্ডিকেটকে ভাঙতে হবে। ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যারা বাঁধাগ্রস্থ করে তাদের চিহ্নিত করে কালো তালিকাভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এ বিষয়ে ভ’মিকা রাখতে হবে।

কার্পাসডাঙ্গা ফসলি জমির উপর রেল লাইন স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় রেল লাইন স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টায় সচেতন মহলের আয়োজনে কোমরপুর ব্রীজ মোড়ে (কার্পাসডাঙ্গা ৪নং ওয়ার্ড কোমরপুর-বাঘাডাঙ্গা) ডা. রবিউল হকের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটেছে। এদেশে কৃষক সমাজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কৃষি জমি নষ্ট করে রেল লাইন স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছে ভুক্তভোগী কৃষকরা। যে কারণে শত শত বিঘা কৃষি জমি নষ্ট হবে। এলাকার কৃষিজীবী মানুষ না খেয়ে মরবে। বাঘাডাঙ্গা ও কোমরপুরে যেখান দিয়ে পিলার স্থাপন করা হচ্ছে সে সব জমি অধিকাংশ ৪ ফসলি।

আর এসব ফসল ফলিয়ে কৃষকেরা কোন রকমে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করে। বর্তমান সময়ে কোন কৃষকেরই ১০ বা ২০ বিঘা জমি নাই। কারো ২ বিঘা, কারো ১ বিঘা বা কারো ১০ কাঠা। এই শেষ সম্বলটুকু যদি রেললাইন

করতে চলে যায় তবে কৃষকদের ঐ রেল লাইনেই মাথা দিয়ে মরতে হবে। তাছাড়া তারা তো বাড়ি গিয়ে সন্তানদের মুখে এক মুঠো খাবারও তুলে দিতে পারবেনা। তাই তাদের বিকল্প পথ রেললাইনে মাথা দিয়ে মরা।

সরকারের কাছে আমাদের জোর দাবি রেল লাইন স্থাপন করে এলাকায় দূর্ভিক্ষ ডেকে আনবেন না। সাধারণ কৃষককে দুমুঠো ডাল ভাত খাওয়া থেকে বঞ্চিত না করে তাদের বাঁচাতে বাঘাডাঙ্গা ও কোমরপুরের ৪ ফসলি জমি দিয়ে রেল লাইন না করার জোর দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসী।

এসময় সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন জাহিদুর রহমান মুকুল, রবিউল হোসেন শুকলাল, ইউপি সদস্য মনিরুজ্জামান মন্টু, ডা. ইবাদত আলী, আবুল কাশেম, আশরাফ আলী, রবজেল আলী, হযরত আলী, মহাসিন আলী, নোয়াজ্জেশ আলী, আলাউদ্দিন, মওলা বক্স, তমিজ উদ্দিন, মোস্তাফিজ কচি, বখতিয়ার বকুল, মেহেদি মিলন, আবুজাফর, আক্তার, সানাউল কবির শিরিন, তারিকুল, গনি,শেখ শাহিন, আশাদুল,তপু মন্ডল প্রমুখ। সমাবেশ শেষে রবিউল হোসেন শুকলালকে আহবায়ক ও মনিরুজ্জামান মন্টুকে যুগ্ম আহবায়ক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট রেল লাইন স্থাপন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়।

মুজিবনগরে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে জেলা পরিষদের সদস্য শাহীন উদ্দীন

শারদীয় দূর্গাপূজার মহা নবমীতে মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য শাহীন উদ্দিন।

রবিবার বিকালে বাগোয়ান ইউনিয়ন এর শ্রী রতনপুর গ্রামের দাসপাড়া পূজামণ্ডপ ও সন্ধ্যায় বল্লভপুর দাসপাড়া পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন তিনি।

এসময় মন্দিরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জেলা পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত এক লক্ষ করে দুইটা মন্দিরে দুই লক্ষ টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বল্লভপুর পূজা মণ্ডপের সভাপতি দয়াল দাস ও সাধারণ সম্পাদক হৃদয় দাস।

দর্শনায় শান্তিপূর্ণ ও উৎসব মুখোর পরিবেশে শারদীয় দূর্গা উৎসব পালিত হচ্ছে

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় শান্তিপূর্ণ ও উৎসব মুখোর পরিবেশে শারদীয় দূর্গা উৎসব পালিত হচ্ছে। দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এ বছর ২২টি মণ্ডপে দূর্গাপূজা উৎযাপন করা হচ্ছে। ভক্তরা সুশৃঙ্খলভাবে পুস্পাঞ্জলি দিয়েছেন মা দেবী দূর্গার পদতলে।

গতকাল রবিবার বিকাল থেকে সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের প্রতিমাকে একনজর দেখতে প্রতিটি পূজা মণ্ডপে ভীড় করেন। এছাড়া দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান সন্ধ্যায় দর্শনা পৌর এলাকার প্রতিটি পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

এছাড়া পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম, দর্শনা পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রাহমান বুলেট দর্শনা ও পারকৃষ্ণপুর পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা দূর্গা উৎসব কমিটির সভাপতি উত্তম কুমার দেবনাথ ও সাধারণ সম্পাদক শ্রী অনন্ত কুমার শান্তারা জানান, এ বছর কোন পূজা মণ্ডপ ঝুকিপূর্ণ নেই, শান্তিপূর্ণ ভাবে দূর্গা উৎসব পালিত হচ্ছে।

উপজেলার ২২টি পূজা মণ্ডপের মধ্যে দর্শনা নবগঠিত থানার অধিনে ১৬টি মণ্ডপে দূর্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। করোনার কারণে পূজা

মণ্ডপগুলোয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি না থাকলেও দর্শনা নবগঠিত থানার অফিসার ইনচার্জ মাহব্বুর রহমান এর নেতৃত্বে পুলিশি টহল ছিলো চোখে পড়ার মত।

এছাড়া উপজেলায় আনসার বাহিনীর আব্দুল্লাহ আল মামুনের নেতৃত্বে¡ ১০জন করে ৩টি টহল দল পূজা মণ্ডপগুলো টহল দিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

মেহেরপুরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন পৌর মেয়র

মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন শহরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

রবিবার রাতে পৌর মেয়র শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েব বাড়ি মন্দির, শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রদায়িনী পূজা মন্দির, হালদারপাড়া ও মালোপাড়া মন্দির পরিদর্শন করেন। জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সকল সদস্যদের সাথে কথা বলেন এবং শারদীয় দুর্গোৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

এসময় পৌর প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, কাউন্সিলর সৈয়দ আশরাফ বাপ্পি, আল মামুন, সাবেক ছাত্রনেতা হাসানুজ্জামান হিলন, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আমানুর রহমান সোহেল, সাইদুর রহমান উজ্জল, রোকনুজ্জামান মতি, মাহাবুব হাসান ডালিম, শেখ সারাফত, জেলা ছাত্রলীগ নেতা আব্বাস আলীসহ শহর যুবলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন পৌরমেয়র

ঝিনাইদহ পৌরসভাসহ জেলার বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শণ করেন জেলা প্রশাসক ও পৌরমেয়র সাইদুল করিম মিন্টু।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সব চেয়ে বড় উৎসব দূর্গাপূজা এবার ঝিনাইদহের ৬টি উপজেলায় ৪০৯টি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

গতকাল রবিবার বিকালে পৌরসভার দক্ষিণ চাকলাপাড়া পূজা মন্ডপ পরিদর্শন ও মহানবমীর পূজা অঞ্জলী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু। মেয়র গভীর রাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন মন্ডপ পরিদর্শণ করেন।

এসময় তার সাথে ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সারোয়ার জাহান বাদশা, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, কৃষকলীগ ও শ্রমীক লীগের নেতৃবৃন্দ।

অতিথিরা মন্ডপে মন্ডপে শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও তাদের হাতে আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করেন।

হরিণাকুণ্ডুতে মণ্ডপে মণ্ডপে শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন উপজেলা চেয়ারমান

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শণ করেন উপজেলা চেয়ারমান মোঃ জাহাঙ্গীর হোসাইন।

সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে রোববার উপজেলার বিভিন্ন পুজা মণ্ডপে তিনি শারদীয় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

মহামারি করোনা কালীন সময়ে সচেতনতার সাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপজেলার ২৯ পূজা মণ্ডপে এবার উৎসবমুখর পরিবেশে এ দূর্গোৎসব পালন করছেন সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মানুষ।

পূজা মণ্ডপে পরিদর্শন কালে উপজেলা পরিষদের চেয়ারমান সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মানুষের খোজ খবর নেন এবং তাদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

মহাসড়ক দখল করে চলছে গ্যারেজের কাজ, দেখার কেউ নেই

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়কের সুগারমিল- দুলালমুন্দিয়ার মাঝামাঝি নতুন মার্কেট এলাকায় রাস্তা দখল করে চলছে গ্যারেজের কাজ। যে কোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরণের দুর্ঘটনা।

এমনি ভাবে হর হামেশায় চলছে সড়ক দখল করে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানের কর্মযজ্ঞ। এমনি ভাবে সড়ক দখল করে কাজ করার কারণ জানতে চাইলে ক্ষিপ্ত হচ্ছেন প্রতিষ্ঠান মালিকরা।

ছবির লোকটি একটি স্টিল প্লেনশিড নিয়ে এভাবে যশোর ঝিনাইদহ মহাসড়কের উপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সমান করছিলেন, আমি মোটরসাইকেলে আমার গ্রামে যাচ্ছিলাম, রাস্তায় যান চলাচলোও সাভাবিক ছিলো। প্রথমে ভেবেছি উনি রাস্তা পার হবেন, পরে খেয়াল করি তার পায়ের নিছে প্লেনশিড রয়েছে। হার্ড ব্রেক করে দাঁড়িয়ে যেতে হয় আমার।

ওনার কাছে রাস্তার উপর এ কাজ করছেন কেনো জানতে চাইলে তিনি সহ আরও কয়েকজন আমার উপর চড়াও হোন, পরে সাংবাদিক পরিচয় দিলে বলেন “যান ছবি তুলে পেপারে ছেপে দেন”। অবস্থা অনুকূলে না থাকায় আমি ও

আমার বন্ধু ইয়াছিন দ্রুত জায়গা ত্যাগ করে নিজেদের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাই।

কিভাবে এগুলো সম্ভব? এটা একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে। আমার কথা বাদ দিলাম, ওনার উপর দিয়েও তো গাড়ি চলে যেতে পারে।

এগুলা কি দেখার কেউ নাই? নিরাপদ সড়কের দাবি আজও অধরা!